

জরিপকালে ভূমি মালিকের করনীয়
মাঠজরিপ:

মাঠজরিপে মূলত: ০২ টি কাজ করা হয় যথাঃ নক্সা/ ম্যাপ প্রস্তুত ও রেকর্ড প্রণয়ন।

ম্যাপ/ নকশা প্রস্তুতের স্তরগুলো নিম্নরূপ :

বিজ্ঞপ্তি প্রচার:

জরিপ শুরুর পূর্বে মাইকিং ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ব্যাপক জনসংযোগ করা হয়। এসময় ভূমি মালিকগণকে নিজ নিজ জমির আইল/ জমির সীমানা চিহ্নিত করে রাখার জন্য এবং জমির মালিকানার কাগজ দলিল পত্রাদি হালনাগাদ অবস্থায় কাছে রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়

ট্রাভার্স সার্ভে:

কোন মৌজার নক্সা সম্পূর্ণ নতুন করে প্রস্তুত করার জন্য যে কাঠামো স্থাপন করা হয় তাহাই ট্রাভার্স সার্ভে। এ স্তরে মৌজা সীমানা বরাবর অনেকগুলো ট্রাভার্স ও সাব ট্রাভার্স পয়েন্ট বসানো হয় যা জিএনএসএস যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর কোন স্থায়ী পয়েন্টের সাপেক্ষে নতুন স্থাপিত পয়েন্টের অবস্থান নির্মিত হয়।

কিস্তোয়ার:

এ স্তরে আমিনগণের সহায়তায় ট্রাভার্স পয়েন্টের সাহায্যে সরেজমিন মোতাবেক প্রতিটি ভূমিখন্ডের পরিমাপক্রমে তার প্রতিচ্ছবি পি-70 সিটে অংকন করা হয় যা ম্যাপ/নক্সা হিসেবেও পরিচিত। প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ২৭ (এ) বিধি মোতাবেক কিস্তোয়ার কাজ করা হয়।

খানাপুরী:

এ পর্যায়ে আমিনগণ নকশায় কিস্তোয়ারকৃত প্রতিটি ভূমিখন্ডের উপর অবস্থানক্রমে পৃথক পৃথক দাগ নম্বর প্রদান করেন এবং মালিকের রেকর্ড, দলিলপত্র ও দখল যাঁচাই করে মালিকের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করেন এবং কাগজ-পত্রানুযায়ী রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়। এ স্তরে ভূমি মালিকদের কাজ হচ্ছে আমিনদলকে জমির মালিকানা ও দখল সংক্রান্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করা। প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ২৬ বিধি মোতাবেক খানাপুরির কাজ করা হয়।

বুঝারত:

বুঝারত অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া। এ স্তরে খানাপুরী স্তরে প্রস্তুতকৃত রেকর্ড আমিনদল কর্তৃক সরেজমিন যেয়ে ভূমিমালিকদের এরিয়াসহ খতিয়ান বা পর্চা জমির মালিককে সরবরাহ (বুঝারত) করা হয় যা মাঠ পর্চা নামে পরিচিত। পর্চা বিতরণের তারিখ নোটিশ/ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার/ এলাকায় মাইকিং এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। ভূমি মালিকগণ প্রাপ্ত পর্চার সঠিকতা যাঁচাই করে কোনরূপ সংশোধন বা পরিবর্তনের আবশ্যিক হলে নির্দিষ্ট ডিসপুট ফরম পূরণ করে তা আমিনের নিকট জমা দিবেন। হক্কা অফিসার সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানীর মাধ্যমে দ্রুত ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করবেন। বুঝিয়ে দেয়া হয়। প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ২৭ বিধি মোতাবেক বুঝারত কাজ করা হয়।

তসদিক/ এটেস্টেশন:

ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে তসদিক স্তরের কাজ সম্পাদিত হয় ক্যাম্প অফিসে। তসদিক স্তরের কাজ সম্পাদন করেন একজন কানুনগো বা রাজস্ব অফিসার। জমির মালিকানা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যাঁচাই করে প্রতিটি বুঝারত খতিয়ান সত্যায়ন করা হয়। এ স্তরেও ভূমি মালিকগণ পর্চা ও নক্সায় কোন সংশোধন প্রয়োজন মনে করলে বিবাদ/ ডিসপুট দাখিল করতে পারেন এবং উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করে তা সংশোধনের সুযোগ নিতে পারেন। তসদিককৃত পর্চা জমির মালিকানার প্রাথমিক আইনগত ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই এ স্তরের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তসদিক কাজ সম্পাদনের পর নকশা ও রেকর্ড প্রজাসাধারণের/ ভূমি মালিকগণের ৩০ দিন দেখার সুযোগ থাকে। প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ২৮ বিধি মোতাবেক তসদিক/ এটেস্টেশন কাজ করা হয়।

খসড়া প্রকাশনা (ডিপি) ও আপত্তি দায়ের:

তসদিক কাজ সম্পাদনের পর নকশা ও রেকর্ড প্রজাসাধারণের/ ভূমি মালিকগণের দেখার জন্য ৩০ দিন উন্মুক্ত রাখা হয়। এই সময়কাল উল্লেখ করে ক্যাম্প অফিস হতে বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়। ভূমি মালিকগণের নামের আদ্যাখ্যর অনুযায়ী খতিয়ান বা পর্চা বর্ণনাক্রমিক ক্রমবিকাশ করে খতিয়ানে নতুন নম্বর দেওয়া হয়। তাই তসদিককৃত খতিয়ানের নতুন নম্বর অর্থাৎ ডিপি নম্বরটি সংগ্রহের জন্যও ভূমি মালিকগণকে নিজ নিজ পর্চাসহ খসড়া প্রকাশনা (ডিপি) ক্যাম্পে উপস্থিত হতে হয়। ডিপিতে প্রকাশিত খতিয়ান সম্পর্কে কারো কোন আপত্তি বা দাবী থাকলে সরকার নির্ধারিত ১০ টাকার কোর্ট ফি লাগিয়ে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে ১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩০ বিধিতে আপত্তি কেস দায়ের করা যায়। প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ২৯ বিধি মোতাবেক খসড়া প্রকাশনার (ডিপি) কাজ করা হয়।

আপত্তি কেস শুনানী:

ডিপি চলাকালে গৃহীত আপত্তি মামলা সমূহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নোটিশ মারফত জ্ঞাত করে নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থানে শুনানী গ্রহণ করে নিষ্পত্তি করা হয়। আপত্তি কেসের নোটিশ পেলে আপত্তি অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কাগজ-পত্র ও যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের সুযোগ থাকে। পক্ষগণ নিজ নিজ দাবী আপত্তি অফিসারের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। আপত্তি অফিসার পক্ষগণকে শুনানী দিয়ে রায়/ আদেশ কেস নথিতে লিপিবদ্ধ করে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন এবং খতিয়ান বা রেকর্ডে প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন। সমাপ্ত হলে মৌজা ওয়ারী আপত্তি কেস শুনানী শুরু হয়। প্রতিটি আপত্তি কেসের রায়ের নকল কপি উঠানো যায়। প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ৩০ বিধি মোতাবেক আপত্তি কেস শুনানীর কাজ করা হয়।

আপীল শুনানী:

আপত্তির রায়ে সংক্ষুদ্রপক্ষ আপীল দায়ের করতে পারেন। নির্ধারিত কোর্ট ফি এবং কার্টিজ পেপারসহ সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর আবেদন দাখিলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আপত্তি মামলার রায়ের নকল গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট ফরম পূরণের মাধ্যমে ঐ নকলসহ আপীল দায়ের করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নোটিশ মারফত জ্ঞাত করে নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থানে শুনানী গ্রহণ করে আপীল নিষ্পত্তি করা হয়। প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ৩১ বিধি মোতাবেক আপীল শুনানী করা হয়।

চূড়ান্ত যাঁচ:

আপীল শুনানী সমাপ্ত হওয়ার পর মৌজার খতিয়ান ও নক্সা/ ম্যাপ চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করে খতিয়ানের ফেয়ার কপি ও ম্যাপ শীটের কালিকরণের কাজ সমাপ্ত করা হয়। প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ৩২ বিধি মোতাবেক চূড়ান্ত যাঁচ করা হয়।

চূড়ান্ত প্রকাশনা:

খতিয়ান ও ম্যাপ মুদ্রণের পর রেকর্ডের চূড়ান্ত প্রকাশনা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোন কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র সরকার নির্ধারিত প্রতিটি মুদ্রিত ম্যাপ ৩৫০ টাকা জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে। প্রকাশনা ক্যাম্পে মৌজার রেকর্ড সর্বসাধারণের অবগতি ও পরিদর্শনের জন্য ৩০ কার্যদিবস উন্মুক্ত রাখা হয়। প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ৩৩ বিধি মোতাবেক চূড়ান্ত প্রকাশনা করা হয়।

চূড়ান্ত প্রকাশনার পর খতিয়ান ও ম্যাপ সংশোধন:

চূড়ান্ত প্রকাশিত খতিয়ান ও ম্যাপের করণিক ভুল/ তঞ্চকতা পরিলক্ষিত হলে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট ম্যানুয়াল ১৯৩৫ এর ৫৩৩ ও ৫৩৪ বিধিতে খতিয়ান সংশোধন এবং ৫৩৭ বিধিতে ম্যাপ সংশোধন করা হয়।

করণিক ত্রুটি সংশোধন: প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫ সনের ৪২ (বি) বিধি মোতাবেক করণিক ত্রুটি সংশোধন কাজ করা হয়।

রেকর্ডে করণিক ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ :

- নামের করণিক ভুল
- দাগের হিস্যার করণিক ভুল
- গাণিতিক ভুল

ম্যাপ/ নক্সায় ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ :

- দাগের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং ভলিউমে রেকর্ড হওয়া সত্ত্বেও নকশায় ভুলক্রমে দাগ নম্বর না বসা।
- কমনবাউন্ডারী ভুক্ত খাল, নদী, রাস্তা ইত্যাদি সঠিকভাবে চিহ্নিত না করা।
- খাল, নদী, রাস্তা ইত্যাদির এরিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নকশায় ডট লাইনে চিহ্নিত করা।
- বদর অনুযায়ী দাগ নম্বর, বাটা দাগ, ছুট দাগ, দাগের এরিয়া ইত্যাদি সংশোধন করা।
- দাগ নম্বর, দাগের এরিয়ার আউট লাইন, আলামত ইত্যাদির অস্পষ্টতা দূর করা।
- পাশ্ববর্তী মৌজার নাম, সিট নম্বর, থোকা লাইন, নকশা শিরোনাম, জরিপের স্কেল ইত্যাদি সঠিকভাবে লেখা না থাকলে তা স্পষ্ট করে লেখা।

রেকর্ড তঞ্চকতা সংশোধন:

চূড়ান্ত প্রকাশনার পূর্বে রেকর্ডের যে কোন জালিয়াতি সেটেলমেন্ট অফিসারের নজরে এলে তা ১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৪২(ক) ও ৪২(খ) বিধিতে সংশোধন যোগ্য হতে পারে।

জালিয়াতি সমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

- ক) ভলিউমে অবৈধভাবে ঘষামাজা ও কাটাকাটি করে নাম ও দাগ পরিবর্তন।
- খ) নামের হিস্যা পরিবর্তন।

- গ) নতুন নাম সংযোজন।
- ঘ) দাগের এরিয়া পরিবর্তন।
- ঙ) আপত্তি/ আপীল স্তরে নোটিশ গোপন করে একতরফভাবে রায় হাসিল।
- চ) ভূয়া ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে শুনানি সম্পাদন এবং তথ্যকতাপূর্ণ রায় হাসিল।
- ছ) আপত্তি/ আপীল কেসের রায়ের পর কাটাকটি করে রায় পরিবর্তন এবং তদানুযায়ি রায় তামিল।
- জ) রায় তামিল না হওয়ায় সঠিক রেকর্ড প্রস্তুত না হওয়া।

খতিয়ান প্রাপ্তি স্থান :

চূড়ান্ত প্রকাশনা কালীন সরকার নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের আওতাধীন খতিয়ান চূড়ান্ত প্রকাশনা ক্যাম্প হতে সংগ্রহ করা যায়।

- চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরে রেকর্ড হস্তান্তর করা হয়।
- রেকর্ড হস্তান্তরের পর জেলা প্রশাসকের রেকর্ড রুম থেকে খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি (পর্চা) সংগ্রহ করা যায়।
- সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক রেকর্ডের কাস্টডিয়ান।
- জেলা প্রশাসকের রেকর্ড রুম ছাড়া অন্য কোন দপ্তর হতে খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি (পর্চা) সংগ্রহের সুযোগ নেই।

মৌজা ম্যাপ প্রাপ্তি স্থান:

চূড়ান্ত প্রকাশনাকালীন সরকার নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে চূড়ান্ত উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের আওতাধীন প্রকাশনা ক্যাম্প হতে মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করা যায়;

- চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপনান্তে জেলা প্রশাসকের দপ্তরে রেকর্ড ভলিউমের সাথে মৌজা ম্যাপ হস্তান্তর করা হয়।
- স্টক থাকা সাপেক্ষে মৌজা ম্যাপের প্রিন্টেড কপি জেলা প্রশাসকের রেকর্ডরুম থেকে সংগ্রহ করা যায়।
- মৌজা ম্যাপের কাস্টডিয়ান পরিচালক(জরিপ), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর,তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে মৌজা ম্যাপের ফটোকপি দেয়ার ব্যবস্থা আছে।
- দরখাস্তের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে মৌজা ম্যাপের ফটোকপি সংগ্রহ করা যায়।
- মৌজা ম্যাপ ছাড়া ও অন্যান্য ম্যাপ যেমন, থানা ম্যাপ, জেলা ম্যাপ ও বাংলাদেশ ম্যাপ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহের সুযোগ আছে।

অন্যান্য ম্যাপ :

মৌজা ম্যাপ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত ম্যাপসমূহ পরিচালক (জরিপ), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, হতে সংগ্রহ করা যায়।

- থানা ম্যাপ (মুদ্রিত)।
- জেলা ম্যাপ (মুদ্রিত), সাদা-কালো।
- জেলা ম্যাপ (মুদ্রিত), রঙিন।
- বাংলাদেশ ম্যাপ, (মুদ্রিত)।

প্রয়োজনীয় ফি:

জাবেদা নকলের আবেদনপত্রের উপর ১০ টাকার কোর্ট ফি ও ফলিও এবং নকলের শব্দের পরিমাণের উপর ভিত্তি/ হিসাব করে ২.৫০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২০ টাকার কোর্ট ফি দাখিল করা লাগে।

চূড়ান্ত প্রকাশনা ও গেজেট বিজ্ঞপ্তি :

- মৌজা নকশা চূড়ান্ত যাঁচ করে ছাপানোর পর ১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৩ বিধিতে চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়।
- চূড়ান্ত প্রকাশনার সময়কাল ৩০ দিন;
- সরকার নির্ধারিত মূল্যে খতিয়ান ও নকশা ক্রয় করা যায়।
- চূড়ান্ত প্রকাশনাকালীন 1935 সনের এস. এস. ম্যানুয়ালের ৫৩৩, ৫৩৪ ও ৫৩৭ নং বিধিতে রেকর্ড ও নক্সা সংশোধনের আবেদন করা যায়।
- তঞ্চকতার জন্য ৫৩৩, ছাপাজনিত করণিক ভুলের জন্য ৫৩৪ এবং নক্সার ত্রুটির জন্য ৫৩৭ নং বিধিতে আবেদন করা যায়।
- চূড়ান্ত প্রকাশনা শেষ হওয়ার পরে চূড়ান্ত প্রকাশনার সনদ প্রস্তুতে এবং বর্নিত দরখাস্তসমূহ নিষ্পত্তিতে ৬০ দিন সময় থাকে।
- মিসকেস সমূহ নিষ্পত্তি হলে ১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধিতে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
- গেজেট বিজ্ঞপ্তি সমাপ্ত হলে জরিপ বিভাগ নকশা ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য কোন আবেদন গ্রহন করতে পারে না।

স্তরভিত্তিক তামাদিকাল

তামাদি ও আপীল নিষ্পত্তি:

- আপত্তি কেসের রায় ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩১ বিধিতে আপীল কেস দায়ের করতে পারেন।
- ৩০ দিন সময় অতিক্রান্ত হলে তামাদি দোষে দুষ্টি হবে।
- তামাদি হলে সুনির্দিষ্ট কারণ দর্শানো সাপেক্ষে সেটেলমেন্ট অফিসার এর অনুকূলে তামাদি মওকুফের দরখাস্ত

সাধারণত তিনটি কারণে তামাদি মওকুফযোগ্য হতে পারে।

- ক) ভূমি মালিক বিদেশে অবস্থান করলে,
- খ) হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করলে, ও
- গ) কারাগারে অন্তরীন থাকলে।

আপত্তি কেসের ন্যায় আপীল কেসের নোটিশ পেলে নোটিশের তারিখ অনুযায়ী ভূমি মালিককে আপীল অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কাগজপত্র ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে হয়। আপিল কেসের রায়ের নকল কপি সংগ্রহ করা যায়।

বিভিন্ন প্রকার ম্যাপ ও খতিয়ান এর বিক্রয়মূল্য নিম্নরূপ:

| ক্রমিক | আইটেমের নাম | নির্ধারিত মূল্য |
|--------|---------------------------------|-----------------|
| ১ | মৌজা ম্যাপ (মুদ্রিত) | ৩৫০.০০ |
| ২ | মৌজা ম্যাপ (ফটোকপি) | ৩০০.০০ |
| ৩ | থানা ম্যাপ (মুদ্রিত) | ৫০০.০০ |
| ৪ | জেলা ম্যাপ (মুদ্রিত), সাদা-কালো | ৫০০.০০ |
| ৫ | জেলা ম্যাপ (মুদ্রিত), রঙিন | ৭৫০.০০ |
| ৬ | বাংলাদেশ ম্যাপ (মুদ্রিত) | ১২৫০.০০ |
| ৭ | খতিয়ান (মুদ্রিত) | ৬০.০০ |

ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল :

মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা ও গেজেট বিজ্ঞপ্তির পর 1950 সনের প্রজাস্বত্ব আইনের 145 এ (২) ধারায় গঠিত ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে রেকর্ড সংশোধনের জন্য মামলা করা যায়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করা যায়। মামলা দাখিলের সময় ১ (এক) বছর। উপযুক্ত কারণ দর্শানো সাপেক্ষে অতিরিক্ত ১ বছর সময় পাওয়া যায়। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে রায়ের বিপরীতে ল্যান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল মামলা দায়ের করা যায়। অন্যদিকে ল্যান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইব্যুনালে আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আপীল করা যাবে।

সার্ভে ট্রাইব্যুনালের রায় তামিল:

- ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের রায় সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল নিজে তামিল করেন না।
- প্রদেয় রায় তামিলের জন্য সংশ্লিষ্ট সেটেলমেন্ট অফিস ও জেলা প্রশাসকের দপ্তরে প্রেরিত হয়ে থাকে।
- মৌজার ভলিউম বাঁধাই হয়ে সেটেলমেন্ট অফিস, জেলা প্রশাসক ও অপরাপর অফিসে প্রেরণ না করে থাকলে সেটেলমেন্ট অফিসার ঐ রায় তামিল করবেন।
- কিন্তু জেলা প্রশাসকের দপ্তরে মৌজার বাঁধাই ভলিউম হস্তান্তর হয়ে গেলে জেলা প্রশাসক এর অধীনস্থ সহকারী কমিশনার রায় তামিল করবেন। (ভূমি)

রেকর্ড হাল নাগাদ করণ ও সংরক্ষণ :

- জেলা প্রশাসক এর পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) 1950 সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ১৪৩ ধারানুযায়ী রেকর্ড হালনাগাদ করে থাকেন।
- একই আইনের অধীনে 1955 সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ২৩ নং বিধির ৩ নং উপবিধিতে করণিক ভুল সংশোধনের ক্ষমতা জেলা প্রশাসক এর পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা রাজস্ব অফিসারকে দেয়া আছে।
- একই বিধিমালার ২৩ (৪) নং উপবিধিতে তঞ্চকতা মূলক ভাবে লিপিবদ্ধ রেকর্ড সংশোধনের ক্ষমতা কেবলমাত্র জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে দেয়া হয়েছে।
- হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, ভূমি মালিকের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে, ভূমি মালিক কর্তৃক পরিত্যাগ করার কারণে, নদী সিকস্তি ও পয়স্টির কারণে, অধিগ্রহণের কারণে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নামজারী বা জমা বিভাগের/ মিউটেশনের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ড সংশোধন করে থাকেন।

- 1950 সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ১৪৯ (৪) উপ-ধারানুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ডে বোনাফাইড মিস্টেক সংশোধনের ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত আছে।
- রেকর্ড ম্যানুয়েল, 1943 অনুযায়ী রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায় দায়িত্ব কালেক্টরের।

জরুরি জ্ঞাতব্য:

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের রেকর্ড ও ম্যাপ প্রণয়নের কাজ সম্পূর্ণ স্তর ভিত্তিক।
- নির্ভুল রেকর্ড প্রণয়নের স্বার্থে বিভিন্ন স্তরে পৃথক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত থাকেন।
- মাঠ পর্চা সরকারীভাবে বুঝারত-তসদিক স্তরে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। বিবাদ, আপত্তি ও আপীলের রায়ে রেকর্ড সংশোধিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজে স্বাক্ষরে সংশোধিত পর্চা বিনামূল্যে সরবরাহ করবেন।
- জোনাল/ উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের রেকর্ডরুম থেকে আপত্তি ও আপীলের রায়ের জাবেদা নকল ছাড়া কোন পর্চা ও ম্যাপের সার্টিফাইড কপি/ অনুলিপি সরবরাহ করা হয় না।
- অধিদপ্তর হতে নির্ধারিত মূল্যে পূর্ববর্তী জরিপ যথা সিএস/ এসএ/ আরএস জরিপের ম্যাপ বা পর্চা (মজুদ থাকা সাপেক্ষে) সরবরাহ করা হয়।
- জরিপ চলাকালীন বদর ফি, খতিয়ান ও ম্যাপ মূল্য ডিসিআর এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। ডিসিআর বহির্ভূত লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যা দুর্নিতির পর্যায়ভুক্ত অপরাধ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। জরিপ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট উপ সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, চার্জ অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার ও মহাপরিচালককে জানাতে হবে।
- বিস্তারিত জানার জন্য www.dlrs.portal.gov.bd ওয়েব সাইটে ভিজিট করার জন্য অনুরোধ করা হল।